ইউনিট

৬

ব্যাংক তহবিলের ব্যবহার (Uses of Bank Funds)

ভূমিকা

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ব্যাংক তহবিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংক তহবিলের সুষ্ঠু বিনিয়োগের উপরই এর সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে। বিনিয়োগ মানুষের শরীরের রক্তের সাথে তুল্য ব্যাংক তার আবশ্যকীয় তহবিল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে থাকে। সংগৃহীত তহবিলই ব্যাংক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ভাবে ঋণদান করে। ঋণদানের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্য তাকে জামানতও রাখতে হয়। বাহকের ঋণদান এবং জামানত গ্রহণ কার্য যতো সঠিক ও দক্ষ হবে এর আর্থিক অবস্থা ততো বেশি উন্নত হবে।

এই ইউনিটের চারটি পাঠ থেকে আপনি ব্যাংক তহবিল ও এর উৎস; ব্যাংক ঋণ, ঋণের গুরুত্ব ও এর বিবেচ্য বিষয়; ব্যাংক ঋণের শ্রেণী বিভাগ এবং ঋণ জামানত, জামানতের প্রয়োজনীয়তা, শ্রেণী ও বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

এই ইউনিট রয়েছে-

- *ব্যাংক তহবিল ও এর উৎস*
- *ব্যাংক ঋণ গুরুত্ব ও এর বিবেচ্য বিষয়*
- *ব্যাংক ঋণের শ্রেণী বিভাগ*
- *ঋণ জামানত-সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, শ্রেণী ও বিবেচ্য বিষয়।*

পাঠ ১ ব্যাংক তহবিল ও এর উৎস (Bank Funds and Its Sources)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক তহবিলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ব্যাংক তহবিলের উৎসগুলো বর্ণনা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

ব্যাংক তহবিলের সংজ্ঞা

এক কথায় ব্যাংক স্বীয় ব্যবসায়ের প্রয়োজনে যে তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে তাকে ব্যাংক তহবিল বলে। আপনি জানেন ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী। ঋণ ও অর্থের ব্যবসায় সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য তাকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস অধিক থেকে অর্থ ও তহবিল সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনই তার কাজ। তাই ব্যাংক বর্ধিত বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে যে সকল অর্থ ও তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে তাকেই ব্যাংক তহবিল বলে।

ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তহবিলের মধ্যে রয়েছে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অর্জিত মূনাফার অ-বণ্টিত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত রিজার্ভ তহবিল। অপর দিকে বাহ্যিক তহবিলের মধ্যে রয়েছে চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ি হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চিত আমানত এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যাংক শেয়ার বিক্রি করে, রিজার্ভ সঞ্চয় করে, বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে যে তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে তাকে ব্যাংক তহবিল বলে। ব্যাংক তহবিল = শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ + সঞ্চিতি তহবিল + আমানত হিসাবে গৃহীত অর্থ + কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ। ব্যাংক তহবিল ছাড়া ব্যাংক প্রাণহীন অচল। যার তহবিল যতো বেশি, তার মুনাফা ও সঞ্চয় ততো বেশি হয়ে থাকে। ব্যাংক তহবিলই ব্যাংকের চালিকাশক্তি।

ব্যাংক তহবিলের উৎস (Sources of Bank Funds)

অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যাংক বৃহত্তর দুই ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। নিম্নে ব্যাংক তহবিলের উৎসগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো-

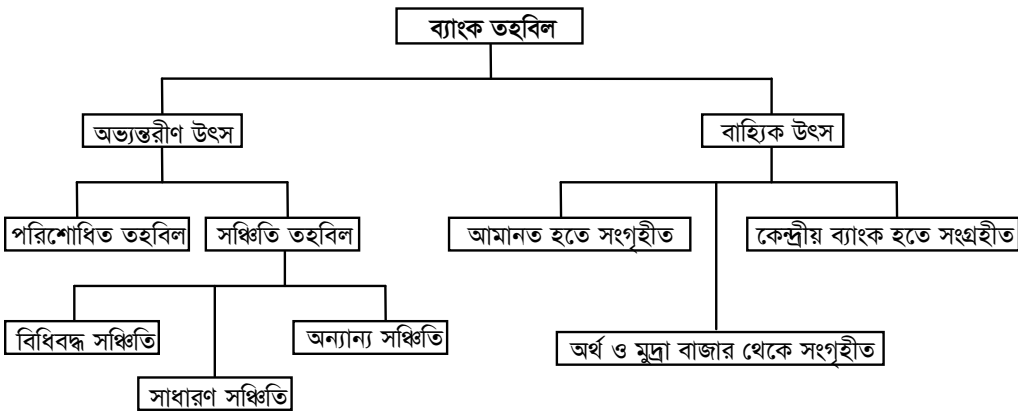

নিম্নে উল্লিখিত উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

ক) অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Source)

ব্যাংকের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন খাত তার অভ্যন্তরীন তহবিলের উৎস। উপরের চিত্রের আলোকে আমরা দেখি অভ্যন্তরীণ উৎস আবার দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

১. **পরিশোধিত মূলধন (Paid up Capital) ঃ** ব্যাংক কোম্পানীগুলো নিজস্ব শেয়ার বিক্রয় করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে পরিশোধিত মূলধন বলে। অভ্যন্তরীণ মূলধনের মধ্যে নিজস্ব শেয়ার বিক্রি বাবদ গৃহীত মূলধনই প্রথম এবং প্রধান উৎস।

২. **সঞ্চিতি তহবিল (Reserve funds) ঃ** ব্যাংক প্রতি বৎসর তার অর্জিত মুনাফার পুরোটা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে নির্দিষ্ট অংশ জমা করে যে তহবিল গড়ে তোলে তখন তাকেই সঞ্চিতি তহবিল বলে। সঞ্চিতি তহবিল তিনভাবে গড়ে উঠে ঃ

   i) **বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Statutory researve) ঃ** ব্যাংকিং কোম্পানী আইন অনুযায়ী ব্যাংকগুলো তাদের প্রতি বৎসরের আয়ের ২০% অংশ কেটে নিয়ে যে তহবিল গঠন করে তাকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি বলে। এরূপ সঞ্চিতি ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক।

   ii) **সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve) ঃ** বিধিবদ্ধ সঞ্চিতির বাইরে ব্যাংক যখন তার অর্জিত মুনাফার অংশ বিশেষ সঞ্চয় করে তহবিল গড়ে তোলে, তাকে সাধারণ সঞ্চিতি বলে।

   iii) **অন্যান্য সঞ্চিতি (Other reserve) ঃ** বিধিবদ্ধ এবং সাধারণ সঞ্চিতির অতিরিক্ত হিসেবে লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল, অদাবিকৃত অলভ্যাংশ, শেয়ার প্রিমিয়াম তহবিল ইত্যাদি মিলে ব্যাংকের অভ্যন্তরে যে তহবিলের সৃষ্টি হয় তাকে অন্যান্য সঞ্চিতি বলে।

খ) বাহ্যিক উৎস (External Sources) ঃ ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় করে। তাই অর্থের ধারক হিসেবে তার তহবিলের একটি বিরাট অংশ ব্যাংকের বাহ্যিক দিক থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করে। এরূপ চেষ্টার ফলে সৃষ্ট তহবিলের খাতকে বাহ্যিক উৎস বলা হয়। বাহ্যিক উৎসকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

১. **আমানত হতে সংগৃহীত (Accumlated Fund from Deposit Account) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমানত হিসাবে যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাকে আমানত হতে সংগৃহীত তহবিল বলা হয়। ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী, চলতি এবং স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানত তহবিল সংগ্রহ করে থাকে।

২. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে সংগৃহীত ঋণ (Loan Collected from Central Bank) ঃ** আপনি জানেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রয়োজন মনে করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে তার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে থাকে।

৩. **অর্থ ও মুদ্রাবাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ (Loan Collected from Money Market) ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার জরুরী প্রয়োজনে অর্থ ও মুদ্রা বাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তহবিল গঠন করতে পারে।

উল্লিখিত পন্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল গঠন করে। গঠিত তহবিলের পরিমাণ যতো বেশি হয় এবং ইহা যতো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যায় ব্যাংকের লাভের পরিমাণ ততো বেশি হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ
ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রয় করে, রিজার্ভ সঞ্চয় করে, বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে যে তহবিল গঠন করে তাকেই ব্যাংক তহবিল বলা হয়।
ব্যাংক তহবিলের উৎস প্রধানতঃ দুই প্রকার। অভ্যন্তরীণ তহবিল বলতে নিজস্ব শেয়ার বিক্রয় করে এবং বিভিন্ন ভাবে সঞ্চয় করে ব্যাংক যে তহবিল গঠন করে তাকেই বুঝায়। সঞ্চয়ের মধ্যে রয়েছে বিধিবদ্ধ, সাধারণ এবং অন্যান্য সঞ্চিতি তহবিল।
বাহ্যিক অর্থাৎ ব্যাংকের বাহির থেকে যতো খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে বাহ্যিক উৎস বলে। এই উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগৃহীত আমানত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ এবং অর্থ ও মুদ্রা বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. ব্যাংক তহবিল কিরূপে গঠিত হয়?
ক. শেয়ার বিক্রি করে
খ. রিজার্ভ সঞ্চয় করে
গ. জনগণের আমানত গ্রহণ করে
ঘ. সব কটি পন্থায়

২. নিজস্ব শেয়ার বিক্রয় করে ও সঞ্চয় করে যে তহবিল গঠিত হয় তাকেই বলা হয়-
ক. বাহ্যিক উৎস
খ. অভ্যন্তরীণ উৎস
গ. মিশ্র উৎস
ঘ. কোনটিই নয়।

৩. বাহ্যিক উৎস থেকে তহবিল কতোভাবে গঠন করা যায়?
ক. ৩ ভাবে
খ. ২ ভাবে
গ. ৫ ভাবে
ঘ. ৪ ভাবে

৪. অর্থ ও মুদ্রা বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ কোন উৎসের অন্তর্গত?
ক. অভ্যন্তরীণ
খ. বাহ্যিক
গ. যৌথ
ঘ. বৈদেশিক।

ব্যাংক ঋণ, এর গুরুত্ব ও বিবেচ্য বিষয় (Bank Credit, Its Importance and Considering Factors)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক ঋণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ব্যাংক ঋণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যাংক ঋণ প্রদানের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যাংক ঋণ (Bank Loan / advance / credit) ঃ

ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী। সে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের নিকট হতে অর্থসংগ্রহ করে। সংগৃহীত অর্থ হতে বিধিবদ্ধ তারল্য রেখে অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। তাই ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেয়া ঋণকেই ব্যাংক ঋণ বলে। কখনো কখনো ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়া কিছু অর্থ বিনিয়োগও করে থাকে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক শুধু নগদ অর্থই নয়, এর সুনাম, বিশ্বাস ও আস্থাও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যয়পত্র, ভ্রমণকারীর চেক, ক্রেডিট কার্ড, ভ্রাম্যমান নোট, ডি.ডি., টি.টি. ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এবং বিনিময় বিল ও হুন্ডি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ইহার সুনাম, বিশ্বাস ও আস্থা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে।

প্রফেসর হ্যানসন এর মতে, "ব্যাংক যখন জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বা ঋণ হিসাবের মাধ্যমে একজন গ্রাহককে ঋণ বরাদ্দ করে তখন তাকে ব্যাংক ঋণ বলে" ("When a bank makes an advance to a customer whether by over-draft or loan accounts is called bank credit").

অক্সফোর্ড বিজনেস ডিকশনারীর মতে, "একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সুদের হারে নির্দিষ্ট গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক প্রদান করাকেই ব্যাংক ঋণ বা ব্যাংক অগ্রিম বলা হয়" ("A specific sum of money lent by a bank to a customer, usually for a specified time at a specified rate of interest is called bank loan or bank advance.")

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের অর্থ সংগ্রহ করে তার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নগদ এবং ঋণের দলিলের মাধ্যমে ঋণ প্রদানকেই ব্যাংক ঋণ বলা হয়। ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান হয়, গতি সঞ্চারিত হয়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং জনগণের আয় ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

ব্যাংক ঋণের গুরুত্ব (Importance of Bank Loan) ঃ

বর্তমান আধুনিক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে ব্যাংক ঋণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অসীম। ব্যাংক ঋণ ছাড়া আধুনিক শিল্প-কারখানা তৈরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার কথা এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিবৃদ্ধির কথা চিন্তাই করা যায় না। ব্যাংক ঋণের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে আমরা নিম্নরূপে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে পারি ঃ

১. মূলধন যোগান ঃ মূলধন ব্যবসায়ের প্রাণ। মূলধন ছাড়া ব্যবসায় পরিচালনার কথা চিন্তাই করা যায় না। ব্যাংক আধুনিক সময়ে ছোট, মাঝারি এবং বৃহাদায়তন সকল শ্রেণীর ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্প-কারখানায় স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান করে মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি সঞ্চারিত হয়।

২. শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঃ ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে নিত্য-নতুন শিল্প, কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন হয়। সহজ ঋণ গ্রহণের সুবিধা পেয়ে সকলেই নিশ্চিন্তে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্প কারখানা পরিচালনা ও উন্নয়ন করতে পারে।

৩. বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়ক ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যয়পত্র, বিনিময় বিল, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি ঋণের দলিলে মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে সকল প্রকার সাহায্য করে থাকে। ফলে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

৪. মূল্য পরিশোধ ও অর্থ স্থানান্তর ঃ দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য পরিশোধ এবং অর্থ স্থানান্তরের ব্যাপারে ব্যাংকের নগদ ঋণ ও দলিলি ঋণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাংকের ইস্যুকৃত ক্রেডিট কার্ড ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য পরিশোধ এবং অর্থ স্থানান্তর খুব দ্রুততার সাথে সম্পাদিত হয়।

৫. কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন ঃ দেশের কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাপক হারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে কৃষক ও মৎস্যজীবীরা সহজেই তাদের বীজ, সার এবং উপকরণ ক্রয় করতে পারছে। যার প্রেক্ষিতে দেশের কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৬. নগদ অর্থের ঝুঁকি হ্রাস ঃ ব্যাংক ঋণের দলিলগুলো (যেমন চেক, ক্রেডিট কার্ড, টি.টি., ডি.ডি., ট্রাভেলার্স চেক, ভ্রাম্যমান নোট) বর্তমানে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে নগদ অর্থের প্রয়োজন এবং তা বহনের ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।

৭. ভ্রমণে সাহায্য ঃ দেশ-বিদেশে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য ব্যাংক প্রদত্ত ক্রেডিট বা ভ্রমণকারীর চেক, ভ্রাম্যমান নোট, পর্যটকদের প্রত্যয়-পত্র ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ঃ দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- খনিজসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি) এর অনুসন্ধান, আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বন্টনে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়। ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে।

৯. পণ্য উৎপাদন, মজুদ ও বণ্টন ঃ প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন, আধুনিক পন্থায় তা মজুত করা এবং প্রকৃত ব্যবহার স্থানে দ্রুততার সাথে বণ্টনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার হয়। ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে একাজের গতি সঞ্চারিত করে।

১০. কুটির শিল্প উন্নয়ন ঃ ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায়। গ্রামীণ ব্যাংক এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা নিচ্ছে। প্রাপ্ত ঋণ সদ্ব্যবহার করে দেশের কুটির শিল্পে প্রসার ঘটছে।

১১. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার ঃ শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ও তার সফল ব্যবহারের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সর্বোতভাবে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

১২. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ঃ বিভিন্ন খাতে ঋণ গ্রহণ এবং তার সদ্ব্যবহারের ফলে নিত্য নতুন কারখানা-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৩. অর্থনৈতিক সংস্কার ও পুনর্বাসন ঃ দেশের শিল্প খাতের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য এবং হঠাৎ সৃষ্ট বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে সংস্কার ও পুনর্বাসন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন হয়।

১৪. ব্যক্তিক ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঃ ব্যাংক ঋণের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্প, কলকারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন হয়। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিক ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

১৫. জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঃ ঋণ ব্যবহারে ব্যক্তিক ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে কারে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিত্য নতুন শিল্প, কারখানা ও ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলো সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে দেশ ও দশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ঋণ মঞ্জুরের বিবেচ্য বিষয় (Considerable Factors for Bank Loan / Advance)

ব্যাংক তার মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণদান করে থাকে। ঋণদান যেন সঠিক হয়, তা থেকে যেন ঠিক মতো রিটার্ণ আসে এবং বিনিয়োগটি যেন ঝুঁকিপূর্ণ না হয়- এসব কারণে ঋণদানের আগে ব্যাংককে কিছু উপাদান বিবেচনা করতে হয় বা কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় বা নীতিমালাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. তারল্য ঃ ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রথমেই বিবেচনা করতে হয় তার তারল্য নীতি। ব্যাংক নিজের টাকা নিয়ে ব্যবসায় করে না বলেই অর্থ বিনিয়োগে চিন্তা করতে হয ভবিষ্যতে তাকে তারল্য সংকটে পড়তে হবে কিনা। চেক মর্যাদা হবে কিনা এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ কতো সময়ে উঠে আসবে ইত্যাদি।

২. নিরাপত্তা ঃ ঋণ মঞ্জুরের সময় ব্যাংককে তার নিরাপত্তার কথা সব সময়ই শুরুতেই সাথে চিন্তা করতে হয়। এ কারণেই ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করে থাকে। গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে ব্যাংক যেন তা বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করে নিতে পারে।

৩. মুনাফার সম্ভাবনা ঃ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ থেকে কি পরিমাণ মুনাফা আসবে এবং তা প্রত্যাশার আলোক সর্বোচ্চ কি না তাও বিবেচনা করতে হয়। কারণ আমানতের জন্য প্রদত্ত সুদ এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত টাকার পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। বিনিয়োগকৃত খাতটি লাভজনক কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

৪. ঋণ গ্রহীতার চরিত্র ও সুনাম ঃ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার চরিত্র ও সুনাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঋণ প্রদানের পূর্বে ব্যাংককে ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনে তার সততা, ব্যক্তিগত অভ্যাস, নৈতিক চরিত্র, পুলিশ রেকর্ড, সামাজিক সুনাম, ঋণ ব্যবহার ও ফেরতের যোগ্যতা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। তার চারিত্রিক ও সামাজিক সুনামে সমস্যা হলে কখনো ঋণ দেয়া যাবে না।

৫. ঋণের উদ্দেশ্য ঃ ঋণগ্রহীতা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে- তা ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। উৎপাদন খাতে ঋণ দান করা হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এবং তা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। তাই অনুৎপাদনখাতের চেয়ে উৎপাদন খাতে ঋণ দানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. ঋণ ব্যবহারের ক্ষমতা ঃ গৃহীত ঋণের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং ক্ষমতা ঋণ গ্রহীতার রয়েছে কিনা তা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছেন ৩টি 'e' যথাঃ Character, Capital & Capacity (চরিত্র, মূলধন, সামর্থ্য) বিবেচনা করতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন ৩টি 'R' যথাঃ Reliability, Responsibility & Resources (নির্ভরশীলতা, দায়িত্বশীলতা এবং সম্পদশীলতা) বিবেচনা করতে হবে। মোট কথা কোন ঋণগ্রহীতার মধ্যে যদি উল্লিখিত ৩টি 'c' এবং ৩টি 'R' বিদ্যমান থাকে তবে ধরে নেয়া যাবে তার ঋণ ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে।

৭. জামানতের প্রকৃতি ঃ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে জামানতের যে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে তার প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা ও যাচাই করতে দেখতে হবে। জামানত এমন প্রকৃতির হবে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে যাতে দ্রুত তা বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করা যায়।

৮. জাতীয় স্বার্থ ঃ ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে ব্যাংক কখনো ঋণদান করবে না।

৯. ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা ঃ ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না কি অসচ্ছল তা বিবেচনায় রাখতে হবে। আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল ঋণগ্রহীতা নির্বাচন করা হলে, ঋণ ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

১০. ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়িক দক্ষতা ও নৈপূণ্য ঃ ঋণগ্রহীতা যদি ব্যবসায়ী হয় তবে ব্যবসায়িক দক্ষতা ও নৈপুণ্য বিবেচনা করতে হবে। অদক্ষ, অথর্ব ব্যবসায়ীকে ঋণদানের চেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীকে ঋণদান সবদিক থেকে অনেক উত্তম।

১১. বিনিয়োগের বিস্তার ঃ ঋণদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে সর্বদা একইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন না করে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করতে হবে। ফলে বিনিয়োগ একই খাতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হবে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য সংরক্ষিত হবে।

১২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুসরণ ঃ ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সর্বদাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ ও গাইড লাইন মেনে চলতে হবে।

১৩. ঋণদানের পরিমাণ ঃ স্বল্প সংখ্যক ঋণগ্রহীতাকে বেশি পরিমাণে ঋণদান না করে, বেশি সংখ্যক ঋণগ্রহীতাকে অল্প-অল্প পরিমাণ ঋনদান করতে হবে। এর ফলে ঋণদান এবং ঋণ আদায়ে ঝামেলা কম হবে।

উল্লিখিত বিষয়াদি সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন ও ঋণদান করা হলে ঋণের সদ্ব্যবহার হবে এবং তা সময় শেষে ফেরৎ পাওয়া যাবে। যার ফলে ব্যাংকের লাভ ও মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের টাকা জামানত হিসাবে গ্রহণ করে। এই টাকা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নগদ ও দলিলের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করাকেই বলা হয় ব্যাংক ঋণ। এই ব্যাংক ঋণ থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

বর্তমান সমাজে ব্যাংক ঋণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক। ব্যাংকঋণের মাধ্যমে মূলধন যোগান দেয়া যায়, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন হয়, কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন হয়, মূল্য পরিশোধ ও অর্থ স্থানান্তর সহজ হয়, নগদ অর্থের ঝুঁকি হ্রাস পায়, ভ্রমণ সহজ হয়, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়, পণ্য উৎপাদন মজুত ও বন্টন সহজ হয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি সঞ্চারিত হয়, জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় ইত্যাদি।

ব্যাংক ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ঋণদানের পূর্বে কতিপয় বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়। যার মধ্যে রয়েছে- তারল্য, নিরাপত্তা, মুনাফার সম্ভাবনা, ঋণগ্রহীতার চরিত্র ও সুনাম, ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণ ব্যবহারের ক্ষমতা, জামানতের প্রকৃতি, জাতীয় স্বার্থ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশাবলী ইত্যাদি। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে ঋণ দান করা হলে ব্যাংকের লাভ ও মুনাফা সর্বোচ্চ হবে বলে আশা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. ব্যাংক তার সংগৃহীত আমানত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নগদ এবং দলিলের মাধ্যমে প্রদান করে। এই প্রক্রিয়াকে কি বলা হয়?

ক. নগদ ও দলিলদান　　খ. ঋণ দান

গ. অর্থ দান　　ঘ. প্রতিদান

২. ঋণদানের মাধ্যমে কি হয়?

ক. মূলদনের যোগান　　খ. শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন

গ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি সঞ্চার　　ঘ. সবকটি

৩. মূল্য পরিশোধ ও অর্থ স্থানান্তর কিসের মাধ্যমে সহজ হয়?

ক. ব্যাংক ঋণের　　খ. আমানত গ্রহণের মাধ্যমে

গ. গৃহীত ঋণ জমার মাধ্যমে　　ঘ. কোনটিই ঠিক নয়

৪. ব্যাংক ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সুনিশ্চিত করার জন্য কি করতে হয়?

ক. আদায়কৃত ঋণ ধরে রাখা　　খ. কতিপয় বিষয় বিবেচনা

গ. ঋণ আদায়ে চাপ প্রয়োগ　　ঘ. প্রদত্ত ঋণ মওকুফ

৫. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলোঃ

ক. তারল্য, নিরাপত্তা ও মুনাফা যোগ্যতা　　খ. বিনিয়োগ-আয়-ব্যয়

গ. নগদ-জমা-বিনিয়োগ　　ঘ. জমা-বিনিয়োগ-ব্যয়।

পাঠ ৩ ব্যাংক ঋণের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক ঋণের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

ব্যাংক ঋণের শ্রেণী ঃ ব্যাংক বিভিন্নভাবে তার তহবিল সংগ্রহ ও গঠন করে। এই তহবিল থেকে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক যে সকল খাতে ঋণদান করে তা আমরা নিম্নরূপ চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারি-

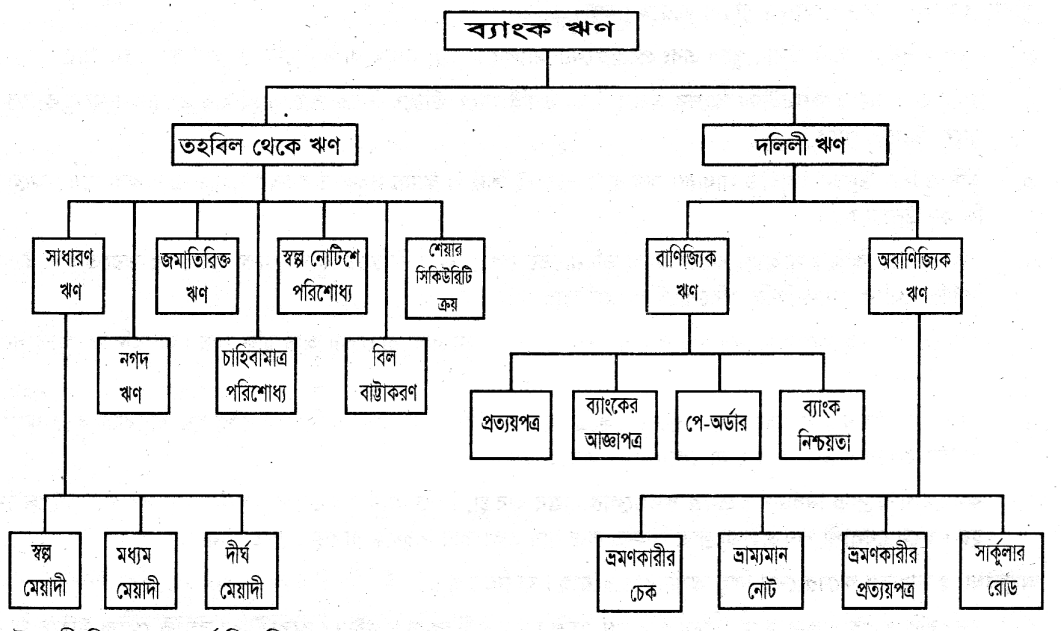

নিম্নে এই শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

ক) তহবিল থেকে ঋণ ঃ ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রি করে, রিজার্ভ সঞ্চয়-এর এবং সংগৃহীত আমানত থেকে যে সকল ঋণ প্রদান করে তাকে তহবিল থেকে ঋণ বলা হয়। উপরের চিত্রে আমরা দেখতে পাই যে ব্যাংক তহবিল থেকে তিন ভাবে ঋণ দিয়ে থাকে।

১. সাধারণ ঋণ বা ধার (Loan) ঃ

ব্যাংক তার তহবিলের একটি বিরাট অংশ সাধারণ ঋণ বা ধার হিসাবে প্রদান করে থাকে। ব্যাংক কোন গ্রাহককে যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট হার সুদে প্রদান করে তাকেই বলা হয় সাধারণ ঋণ।

সাধারণ ঋণ সম্পর্কে এইচ.এল. বেদী এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, "যখন কোন ব্যাংকার অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করে, যা ঋণ গ্রহীতা একবারে উত্তোলন করে এবং এককালীন বা পূর্বনির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ করে তাকেই বলা হয় ঋণ।"

অধ্যাপক ভার্শনী বলেন, "ধার ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে এই ঋণগুলো কিস্তিতে ফেরৎযোগ্য। সাধারণত ঋণ হিসাবের মাধ্যমে এই ঋণ দেয়া হয়। ঋণের মেয়াদ যতো বেশি হয়, পরিশোধের কিস্তি ততো বেশি হয়। এই কারণে সাধারণ ঋণে সুদের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। তাই এই খাতে ব্যাংকের প্রচুর আয় হয়।" এক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ হিসাবে একসাথে সম্পূর্ণ ঋণের অর্থ ক্রেডিট করা হয়। বছরে সম্পূর্ণ অর্থ উত্তোলন না করলেও গ্রাহককে সম্পূর্ণ অর্থের উপর সুদ প্রদান করতে হয়।

সাধারণ ঋণকে সময়ের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

i) স্বল্প মেয়াদী ঋণ ঃ ৬ মাস থেকে ১ বৎসর সময়ের জন্য যে ঋণ মঞ্জুর করা হয়, তাকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ বলা হয়।

ii) মধ্যম মেয়াদী ঋণ ঃ ১ বৎসর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫ বৎসরের জন্য যে ঋণ দেয়া হয়, তাকে বলা হয় মধ্যম মেয়াদী ঋণ।

iii) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ঃ অপর দিকে ৫ বৎসরের উর্ধ্ব সময়ের জন্য যে ঋণ দেয়া হয়, তাকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বলা হয়।

এই তিন পন্থায় প্রদত্ত ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে ডেবিট করা হয়। ঋণ গ্রহীতা এই ঋণ তার চলতি হিসাবে বৎসরে ৪ বার অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সমুদয় ঋণের উপর সুদ চার্জ করা হয়। এই প্রকার ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংক দুইভাবে নিরাপত্তা জামানত নিশ্চিত করে থাকে। যথা-

i) স্বর্ণ বা মূল্যবান অলংকার, অস্থাবর সম্পত্তি, মেশিনপত্র ইত্যাদি বন্ধক রেখে এই ঋণ দেয়া হয় এবং

ii) কাগজী দলিল পত্র যেমন- সরকারি প্রমিসরি নোট, ডাকঘর সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারী বিল, শেয়ার, জীবন বীমাপত্র, FDR রসিদ ইত্যাদির মধ্যসে ও সাধারণ ঋণ দেয়া যায়।

সুবিধা ঃ সাধারণ ঋণের অনেক সুবিধা রয়েছে। যথা-

১. গ্রহণ সুবিধা ঃ লোন হিসাব খুলে এবং প্রয়োজনের আলোকে স্বল্প, মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদে এই ঋণ দেয়া যায়।

২. টাকা উত্তোলন ঃ ঋণগ্রহীতা ঋণের সকল টাকা একই সাথে উঠিয়ে নিতে পারে। আবার প্রয়োজন মনে করলে মাঝে-মাঝে উঠাতে পারে।

৩. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ঃ গৃহীত সাধারণ ঋণ দ্বারা সহজেই শিল্প ও কৃষির সকল উপকরণ সহজে ক্রয় করা যায়। ফলে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন হয়।

৪. পূর্বনির্ধারিত কিস্তি ঃ সাধারণ ঋণের টাকা ভবিষ্যতের কখন কোন কিস্তিতে কতো টাকা পরিশোধ করতে হবে ইত্যদি পূর্ব নির্ধারিত থাকে, ফলে কিস্তি পরিশোধে ঋণ গ্রহীতার সমস্যা হয় না।

৫. আয় বেশি ঃ এই ঋণের সমুদয় টাকার উপর সুদ চার্জ করা হয় বলে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পরিচালনা সহজ ও ব্যয় কম হয়।

৬. নিশ্চিত জামানত ঃ সাধারণ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়কে জামানত হিসাবে রাখা হয় তা বিক্রি করে ঋণের টাকা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংককে কখনো কোন চিন্তা করতে হয় না।

৭. ঋণ খেলাপী দ্রুত নির্ধারণ ঃ প্রদত্ত ঋণগুলোর বাস্তব অবস্থা, কিস্তি আদায় ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা করা হয়। ফলে খেলাপী ঋণ গ্রহীতা দ্রুত চিহ্নিত করা যায় এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও দ্রুত নেয়া যায়।

অসুবিধা ঃ সাধারণ ঋণের বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যা নিম্নরূপ ঃ

১. সুদ বেশি ঃ এই প্রকার ঋণে সুদের পরিমাণ বেশি। অপর দিকে ঋণ গ্রহীতা পুরো টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে না নিলেও সমুদয় টাকার উপর তাকে সুদ দিতে হয় যা ঋণ গ্রহীতার জন্য সমস্যার কারণ।

২. জামানতের স্বল্পতা ঃ সাধারণ ঋণ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকারের জামানত রাখা হয়। অনেক সময় উপযুক্ত জামানতের অভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া যায় না।

৩. ঋণের সদ্ব্যবহার ঃ যে উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেয়া হলো তা সেই উদ্দেশ্যেই ঠিক মতো ব্যবহার হচ্ছে কিনা- এটা নিশ্চিত করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. কিস্তি পুনর্বিন্যাস ঃ অর্থ পরিশোধের কিস্তি পূর্ব নির্ধারিত থাকলেও অনেক সময়ই তা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। ফলে কাজ বৃদ্ধি পায়।

৫. ঋণদান বিলম্ব ঃ সাধারণ ঋণদানের ক্ষেত্রে জামানতসহ সকল বিষয় খুব সতকর্তার সাথে বিচার-বিবেচনা করতে হয়। ফলে ঋণদান বিলম্বিত হয়।

২. নগদ ঋণ (Cash Credit) ঃ

জনসাধারণের নিকট এটি সি.সি লোন হিসেবে পরিচিত। এক্ষেত্রে ব্যাংক উপযুক্ত জামানতের বিপক্ষে গ্রাহকের জন্য একটি উত্তোলন সীমা নির্ধারণ করে থাকে। গ্রাহক যতবার খুশী এ হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারে এবং জমা দিতে পারে। প্রতিদিনের ডেবিট ব্যালেন্সের উপর দৈনন্দিন ভিত্তিতে (Daily Basis) সুদ চার্জ করা হয়।

অধ্যাপক ভার্শনী বলেন, "এই ব্যবস্থায় ব্যাংক প্রতি গ্রাহকের জন্য একটি সীমা স্থির করে দেয়, যাকে বলা হয় নগদ ঋণ সীমা। উক্ত সীমা পর্যন্ত গ্রাহক দৃশ্যমান সম্পত্তি যা নিশ্চয়তা প্রদান করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।"

এ ঋণ সাধাণত ব্যবসায়িক চলতি মূলধনের চাহিদা মেটানোর জন্য দেয়া হয়। ইহা দুই ভাবে দেয়া হয়। প্রথম প্রকার হলো, এক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবসায়ীর ক্রয়কৃত মালকেই তার গোডাউনে জামানত হিসেবে রাখে। পরে গ্রাহক তার প্রয়োজন মত মালের অর্থ পরিশোধ করে মাল ছাড়িয়ে নেয়। একে C. C. Pledge বলে। অন্য প্রকার হলো, এক্ষেত্রে ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত মাল গ্রাহকের দোকান বা গোডাউনে রাখার অধিকার দেয়া হয়। দোকান বা গোডাউনের স্টক কখনো ঋণকৃত অর্থমূল্যের কম রাখা যাবে না। এ মালের মালিকানা ব্যাংকের থাকে কিন্তু তত্ত্বাবধান করে গ্রাহক। একে C.C.Hypotheation বলে। গ্রাহক কিস্তিতে বা মাঝে মাঝে মূল ঋণের অংশ ও সুদ পরিশোধ করতে থাকে।

নগদ ঋণের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া টাকার যে অংশ মক্কেল উত্তোলন করবে সেই অংশেরই সুদ দিতে হবে। সাধারণ ঋণের ন্যায় সমুদয় টাকার সুদ দিতে হবে না। অপর দিকে ঋণগ্রহীতা একসাথে বা কিস্তিতে ঋণের টাকা পরিশোধ করে দিতে পারে।

সুবিধা ঃ নগদ ঋণের ফলে সৃষ্ট সুবিধাগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১. চলতি মূলধন সংস্থান ঃ নগদ ঋণ গ্রহণের দ্বারা কৃষক, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা তাদের চলতি মূলধনের প্রয়োজন খুব সহজেই মিটাতে পারে। ফলে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

২. উত্তোলন সুবিধা ঃ মঞ্জুরকৃত ঋণের টাকা প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা মতো উত্তোলন করা যায়।

৩. সুদ প্রদান ঃ মঞ্জুরকৃত ঋণ সীমার যে অংশ উত্তোলন করা হয় ব্যাংক থেকে শুধু সেই অংশেরই সুদ প্রদান করতে হয়। ফলে সুদ কম দিলেই চলে।

৪. জামানত ঃ ক্রয়কৃত পণ্য বা তার দলিল এবং ৩য় পক্ষের গ্যারান্টির মাধ্যমে নগদ ঋণ সহজেই গ্রহণ করা যায়।

৫. ব্যাংক ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ঃ নগদ ঋণ প্রদান ও আদায় সংক্রান্ত কার্যের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে একদল সৎ ও দক্ষ গ্রাহকের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্যাংক ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হয়।

অসুবিধা ঃ

১. ঋণের সীমা স্থির ঃ নগদ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক মক্কেলকে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেয়। ফলে প্রয়োজন হলে মক্কেল সীমাতিরিক্ত অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।

২. সার্বক্ষণিক সতর্কতা ঃ নগদ ঋণ হিসাবে ঋণ দানের জন্য জামানত নির্বাচন ও তা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ব্যাংককে সার্বক্ষণিক সতর্কতায় থাকতে হয়।

৩. ঋণের ব্যবহার ঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঋণ দেয়া হলেও বাস্তবে সেই খাতেই গৃহীত ঋণ ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা সব সময় নিশ্চিত হওয়া যায় না।

৪. জামানত ঃ উপযুক্ত জামানত না হলে এই ঋণ পাওয়া যায় না।

৩. জমাতিরিক্ত ঋণ (Bank Overdraft) ঃ

চলতি হিসাবের মালিকদেরকে জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা দেয়া হয়। যখন কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক তার চলতি হিসাবের মালিকদেরকে জরুরী অর্থের প্রয়োজনে উক্ত হিসাবে জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তখন তাকে জমাতিরিক্ত ঋণ বলা হয়। ব্যাংক যখন কোন মক্কেলের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে, লেনদেন সম্পর্কে, পর্যাপ্ত জামানত সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়, তখনই তাকে জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সাধারণত চলতি হিসাবের অনুকূলে জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। তাই চলতি হিসাব নেই- এরূপ কোন মক্কেল জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা পায় না। চলতি হিসাবে জমার অতিরিক্ত যে পরিমাণ টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয় তাই জমাতিরিক্ত ঋণ। জমাতিরিক্ত ঋণ এক চেকে একবারে বা অল্প অল্প করে উত্তোলন করা যায়। এই ঋণের জামানত হিসাবে স্টক, শেয়ার, স্বর্ণ, সঞ্চয়পত্র, পণ্য খালাসের অর্ডার ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মক্কেল সুবিধাজনক হলে, বাজারে তার সুনাম, সামর্থ্য পর্যাপ্ত থাকলে অনেক সময় আংশিক জামানত বা বিনা জামানতেও ব্যাংক এরূপ সুবিধা দিয়ে থাকে। গৃহীত ঋণ একবারে তা একাধিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারেন। বর্তমানে FDR বা অন্য কোন জামানত ছাড়া সাধারণত কোন ব্যাংক এ ঋণ দেয় না।

এক্ষেত্রে অনুমোদিত জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধার মাধ্যমে যে পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা হবে শুধু সেই পরিমাণের উপর সুদ দিলেই চলে। সম্পূর্ণ অনুমোদিত টাকার উপর সুদ দিতে হবে না। এজন্য সাধারণ ঋণের চেয়ে নগদ এবং জমাতিরিক্ত ঋণ ব্যবসায়ীদের নিকট অধিক জনপ্রিয়।

সুবিধা ঃ

১. পৃথক হিসাব প্রয়োজন নেই ঃ জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য পৃথক হিসাব খোলা ও পরিচালনার দরকার হয় না। চলতি হিসাবের অনুকূলেই এই সুবিধা গ্রহণ করা যায়।

২. জরুরী প্রয়োজন পূরণ ঃ জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের দ্বারা সমাজের সৎ ও সুনামসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা সহজেই প্রয়োজন মোতাবেক ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ফলে স্বল্পকালীন অর্থ সংকটে পড়তে হয় না। ব্যবসায়ের প্রসার ত্বরান্বিত হয়।

৩. সুদ চার্জ ঃ সুদের হার বেশী হলেও সম্পূর্ণ অনুমোদনের উপর সুদ চার্জ করা হয় না। যে পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা হয়, তার উপরই শুধু সুদ চার্জ করা হয় (Debit Balance এর উপর)।

৪. জামানত ছাড়াই গ্রহণ ঃ ব্যাংক অনেক সময় সৎ ও বিত্তবান ব্যবসায়ীদের জামানত ছাড়াই জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করে যা ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই সুবিধা থাকে।

৫. টাকা উত্তোলন ঃ অনুমোদিত টাকা মক্কেল ইচ্ছে করলে একবারে বা আস্তে আস্তে প্রয়োজনের আলোকে তুলতে পারে।

অসুবিধা ঃ

১. স্বল্প মেয়াদী ঃ জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা শুধু স্বল্পকালীন মেয়াদে দেয়া হয়। ফলে ঋণ গ্রহীতাকে দ্রুতই তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হয়।

২. অব্যবসায়ীরা বঞ্চিত ঃ সাধারণত ব্যবসায়ীদেরই এই ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। ফলে অব্যবসায়ীরা এই ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. চাহিবামাত্র পরিশোধ্য ঋণ (Credit Repayable on Demand) ঃ

ব্যাংক তার মক্কেলদের স্বল্পকালীন মেয়াদে এই প্রকার ঋণ প্রদান করে থাকে। এই ঋণের প্রধান শর্তই হলো ব্যাংক যখন টাকা / ঋণ ফেরৎ চাইবে, তখন চাহিবামাত্রই তা ব্যাংককে প্রদান করতে হবে। এই ঋণের ফলে গ্রাহক একদিকে তার জরুরী অর্থ সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে। অপর দিকে ব্যাংক এই ঋণ দিয়ে কিছু সুদ পেয়ে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তারল্যও নিশ্চিত করতে পারে। চাহিবা মাত্রই পাওয়া যায় বলে ব্যাংককে তারল্য সংকটে পড়তে হয় না। তারল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নগদ অর্থের পরেই এর অবস্থান। তবে চাহিবামাত্রই পরিশোধ্য বলে এতে সুদের হার কম।

৫. স্বল্পকালীন নোটিশে পরিশোধ্য ঋণ (Creadit Repayable with Short-Notice) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন গ্রাহকদের স্বল্প সময়ের নোটিশে ফেরৎ দেয়ার শর্তে স্বল্প সুদে ঋণদান করে তখন তাকে স্বল্পকালীন নোটিশে পরিশোধ্য ঋণ বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নিশ্চিত করাই এই ঋণের লক্ষ্য। তারল্য সংকটে পড়লেই বাণিজ্যিক ব্যাংক চাহিবামাত্র এবং স্বল্পকালীন নোটিশে পরিশোধ্য ঋণ আদায় করে থাকে। এই ঋণ আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংক ১ দিন বা কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের নোটিশ দিয়ে থাকে। এই ঋণও ব্যাংকের তারল্য সংকটে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

৬. বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে ঋণ (Credit through Discounting Bills) ঃ

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অনেক সময় তার তহবিলের একটি অংশ বিনিময় বিল বাট্টাকরণে ঋণ প্রদান করে থাকে। নির্দিষ্ট হার বাট্টায় বিনিময় বিল ভাংগিয়ে দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে বাট্টা সুবিধা পেয়ে থাকে।

৭. শেয়ার, সিকিউরিটি ক্রয় (Purchasing Shares, Securities etc.) ঃ

অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির শেয়ার, ঋণপত্র, সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয় কাজে বিনিয়োগ করে থাকে। এর দ্বারা ব্যাংক প্রচুর লাভবান করে থাকে। কারণ স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে এবং বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় করে ব্যাংক লাভ অর্জন করে।

খ) দলিলী ঋণ (Documentary Credit)

ব্যাংক সাধারণত ঋণের দলিল এবং ঋণপত্রের মাধ্যমে যে সকল ঋণ প্রদান করে তাকেই দলিলী ঋণ বলা হয়। আপনি পূর্ব চিত্রে দেখেছেন যে দলিলী ঋণ প্রধানত দুই প্রকার, বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক ঋণ। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. বাণিজ্যিক ঋণ (Commercial Credit) ঃ বাণিজ্যিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ঋণপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপনি এই পাঠের শুরুতে চিত্রে দেখেছেন যে, বাণিজ্যিক ঋণপত্রগুলোকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

(i) প্রত্যয় পত্র (Letter of Credit) ঃ প্রত্যয় পত্র ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণ-দলিল। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এটি ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে ইস্যুকৃত ব্যাংক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, পণ্যের আমদানিকারক রপ্তানিকারকের ইস্যুকৃত বিলের স্বীকৃতি প্রদান না করলে বা মূল্য পরিশোধ না করলে ব্যাংক নিজেই বিলের স্বীকৃতি দেবে এবং মূল্য পরিশোধ করবে।

ড. এ. আর. খান বলেন, "যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারকের অপারগতায় নিজে পরিশোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।"

পি.এইচ. কলিন এর মতে, "প্রত্যয়পত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি দলিল, যাদ্বারা সরবরাহকারীকে ক্রেতার পক্ষ থেকে দলিলের শর্তাদি পূরণ হলে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।"

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যয় পত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি ঋণের দলিল। যার মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এর সকল শর্তাদি পরিপালিত হলেও যদি আমদানিকারক বিলের স্বীকৃতি না দেয়, মূল্য পরিশোধ না করে, তবে ব্যাংকই তা করবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয় পত্র ব্যাপক ব্যবহৃত হলেও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্বল্প পরিসরে ইহা ব্যবহৃত হচ্ছে। আমদানিকারক প্রত্যয়পত্র রপ্তানিকারকের নিকট প্রেরণ করে। প্রত্যয়পত্র পেয়েই আমাদানিকারকের নিকট রপ্তানিকারক নিশ্চিন্তে পণ্য-সামগ্রী প্রেরণ করে। প্রত্যয়পত্র কখনো হস্তান্তর করা যায় না।

নিম্নে একটি প্রত্যয়পত্রের নমুনা দেয়া হলো ঃ

বিক্রমপুর ব্যাংক লিঃ
বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা, মতিঝিল, ঢাকা

১০ ই নভেম্বর ২০০৩ইং

স্মারক নংঃ বিবল/৪০৩৫/২১

টাকা ১২,০০,০০০/-

প্রতি ঃ মিশওয়ার সলিউশন লিঃ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

এতদ্বারা নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে যে, আমাদের নিউইয়কস্থ শাখার অনুমতিক্রমে এবং আমাদের গ্রাহক ঢাকার শাপলা হাই টেক. ২৬৭/১, নবাবপুর, ঢাকা-১০০০ এর ফরমায়েশ অনুযায়ী আগামী ৩ মাসের মধ্যে দেয় ১২টি ল্যাপটপ কম্পিউটারের জন্য একটি ১২,০০,০০০ (বার লক্ষ) টাকার প্রত্যয়পত্র খুলেছি। 'বাংলার নূর' নামক জাহাজের মাধ্যমে আগামী ১০ই জানুয়ারী ২০০৪ ইং তারিখের মধ্যে কম্পিউটারগুলো নিউইয়র্ক থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছাতে হবে। অত্র প্রত্যয়পত্রের অধীনে তৈরিকৃত বিলের মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য পণ্য চালান, চালানি রসিদ, নৌভাটক পত্র ইত্যাদি দলিলপত্র সহ বিল উপস্থাপন করতে হবে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রেরিত কম্পিউটার, ইস্যুকৃত ও যথাযথভাবে উপস্থাপিত সকল বিলের স্বীকৃতি ও মূল্য প্রদানের বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত
শামীম আখতার
ম্যানেজার
বিক্রমপুর ব্যাংকের পক্ষে

প্রত্যয় পত্রের পক্ষ (Parties of L/C) ঃ

প্রত্যয় পত্রে তিনটি পক্ষ রয়েছে। যথা-

১. আমদানিকারক ঃ যে আমদানির জন্য প্রত্যয় পত্র খুলে থাকে।

২. রপ্তানিকারক ঃ যার অনুকূলে বা পক্ষে প্রত্যয়পত্র খোলা হয়।

৩. ব্যাংক ঃ যে প্রত্যয়পত্র প্রদান করে থাকে।

প্রত্যয় পত্রের গুরুত্ব, ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রত্যয়পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইহা ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সুবিধা অর্জিত হয় যা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ঃ প্রত্যয়পত্রের ব্যাংক ব্যাংক রপ্তানিকারককে মূল্য প্রাপ্তির নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য সহজ ও দ্রুততর হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ও বিকাশ হয়।

২. মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ঃ প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ না করলেও সমস্যা হয় না।

৩. ঝুঁকি হ্রাস ঃ রপ্তানিকারকের অনুমতি ছাড়া প্রত্যয়পত্র বাতিল বা পরিবর্তন করা যায় না। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৪. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নয়ন ঃ দেশের অভ্যন্তরীণ অপরিচিত ও দূর দূরান্তে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যয় পত্র পরস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। ফলে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

৫. সম্পর্কের উন্নয়ন ঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রত্যয়পত্র গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. বিল বাট্টাকরণ সুবিধা ঃ প্রত্যয় পত্রে মূল্য পরিশোধের সুস্পষ্ট বিধান থাকে। ফলে প্রয়োজন মনে করলে রপ্তানিকারক মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বিল বাট্টা করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৭. ব্যাংকের আয়-বৃদ্ধি ঃ প্রত্যয়পত্র খোলা থেকে শুরু করে পণ্য আমদানী, বিল প্রাপ্তি, মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি সম্পাদন ক্ষেত্রে ব্যাংক মধ্যস্থ কারবারীর ভূমিকা পালন। এতে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটে।

৮. লেনদেন নি□/ত্তি ঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ফলে সৃষ্ট লেনদেনের সফল নি□/ত্তিতে প্রত্যয়পত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. বিদেশ ভ্রমণ ঃ বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী প্রত্যয়পত্র খুলে বিদেশে অবস্থিত উক্ত ব্যাংকের শাখা বা প্রতিনিধির থেকে টাকা সংগ্রহ করতে পারে। ফলে বিদেশ ভ্রমণ সহজ হয়।

প্রত্যয়পত্রের শ্রেণীবিন্যাস (Types of Letter of Credit)

আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রত্যয় পত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও উপযোগিতা দেখা যায়। এর আলোকে প্রত্যয়পত্রকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা যায় ঃ

১. নিশ্চিত প্রত্যয়পত্র (Confirmed letter of credit) ঃ যে প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিলের স্বীকৃতি ও মেয়াদ শেষে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাকে নিশ্চিত প্রত্যয়পত্র বলে। মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে এই প্রত্যয়পত্র বাতিল করা যায় না।

২. অনিশ্চিত প্রত্যয়পত্র (Un-confirmed letter of credit) ঃ যে প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিলের স্বীকৃতি ও মেয়াদ পূর্তিতে মূল্য পরিশোধের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সাধারণ প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে অনিশ্চিত প্রত্যয়পত্র বলে।

৩. দলিল যুক্ত প্রত্যয়পত্র (Documentary letter of credit) ঃ প্রত্যয়পত্রের ইস্যুকারী ব্যাংক যদি প্রত্যয়পত্রে এরূপ শর্তারোপ করে যে, বিল উত্থাপনের সময় একই সাথে মালের চালান, রসিদ, বহনপত্র, বীমাপত্র ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে, অন্যথায় বিলে স্বীকৃতি দেয়া হবে না, তাকে দলিলযুক্ত প্রত্যয় পত্র বলে।

৪. দলিল বিহীন প্রত্যয়পত্র (Clean letter of credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্রের বিল উপস্থাপন ও তাতে স্বীকৃতিকালীন সময়ে কোন দলীল যুক্ত করার কোন শর্ত না থাকে তাকে দলিলবিহীন প্রত্যয়পত্র বলে।

৫. নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র (Fixed letter of credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এবং সময়ের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ বা টাকার পরিমাণ শেষ হয়ে গেলে বা পরিশোধিত হয়ে গেলে বাতিল হয়ে যায় তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয় পত্র বলে।

৬. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয় পত্র (Revolving letter of credit) ঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বারবার ব্যবহারের জন্য যে প্রত্যয়পত্র খোলা হয় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে। যেমন, ৫০,০০০ হাজার টাকার জন্য এবং ৬ মাস ব্যবহারের জন্য একটি প্রত্যয়পত্র খোলা হলো। ঐ সময়ের মধ্যে ৫০,০০০ টাকা বা তার কম একাধিক বা সকল লেনদেনের জন্য এই প্রত্যয়পত্র ব্যবহার করা যাবে। বারবার প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার জন্য এরূপ প্রত্যয়পত্র খোলা হয়।

৭. খণ্ডনীয় বা খোলা প্রত্যয়পত্র (Revocable or open letter of credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্র ব্যবহারের পূর্বে যে কোন সময় বাতিল করা যায়, তাকে খন্ডনীয় বা খোলা প্রত্যয়পত্র বলে। উল্লেখ্য যে, বাতিল হবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা কার্যকর থাকে এবং এর অধীনস্থ সকল বিলকে ব্যাংক মর্যাদা দিয়ে থাকে।

৮. অখন্ডনীয় বা স্থির প্রত্যয়পত্র (Irrevocable or fired letter of credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক বাতিল করতে পারে না, তাকে অখণ্ডনীয় বা স্থির প্রত্যয়পত্র বলা হয়। এরূপ প্রত্যয়পত্রের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের মৃত্যু হলে বা সে দেউলিয়া ঘোষিত হলেও ব্যাংক বিলের মর্যাদা ও অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে।

৯. প্রান্তে লিখিত প্রত্যয়পত্র (Marginal letter of credit) ঃ যে ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্রের সাথে সাথে অপর প্রান্তে বিল ফরম ছাপানো থাকে এবং প্রান্তে বিল তৈরি ও মর্যাদা প্রদানের শর্তাবলী লিখিত থাকে, তাকে প্রান্তে লিখিত প্রত্যয়পত্র বলে। রপ্তানিকারক এর মধ্যেই শর্তালোকে বিল তৈরি করে। তবে বর্তমানে এ জাতীয় প্রত্যয়পত্রের ব্যবহার কম।

১০. অগ্রিম প্রত্যয় পত্র (Anticipatory letter of credit) ঃ যে প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে রপ্তানিকারক বা বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য পরিশোধের শর্ত থাকে, তাকে অগ্রিম প্রত্যয় পত্র বলে। এই প্রত্যয় পত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) লাল দফা অগ্রিম প্রত্যয়পত্র (Red clause anticipatory letter of credit) ঃ যে প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে পণ্যের ভাড়া, বীমা, শুল্ক, জাহাজী খরচ ইত্যাদি বাবদ অগ্রিম টাকা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয় তাকে লাল দফা অগ্রিম প্রত্যয় পত্র বলে।

খ) সবুজ দফা অগ্রিম প্রত্যয়পত্র (Green clause anticipatory letter of credit) ঃ যে প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে শুধুমাত্র গুদাম ভাড়া অগ্রিম গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে, তাকে সবুজ দফা অগ্রিম প্রত্যয় পত্র বলে।

১১. ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র (Traveller's letter of credit) ঃ ভ্রমণকারী বা পর্যটকদের অনুকূলে ব্যাংক যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে তাকে ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র বলে। এই প্রত্যয়পত্রের অধীনে ব্যাংক তার বিদেশী শাখা বা প্রতিনিধিকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে থাকে। এরূপ প্রত্যয় পত্রকে পুনরায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র (Fixed or direct letter of credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধি নিকট থেকে ভ্রমণকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করে তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র বলে।

খ) ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্র (Circular letter of credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার বিদেশস্থ একাধিক শাখা বা প্রতিনিধির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয় তাকে ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্র বলে।

১২. ব্যাক-টু-ব্যাক প্রত্যয়পত্র (Back to back letter of credit) ঃ যখন কোন হস্তান্তর অযোগ্য প্রত্যয় পত্রের গ্রহীতা তা প্রদর্শন করে অন্যের পক্ষে নতুন কোন প্রত্যয় পত্র খুলে তখন তাকে ব্যাক-টু-ব্যাক প্রত্যয় পত্র বলে। এই প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকে নগদ টাকা না দিয়েই নতুন প্রত্যয় পত্র সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে এরূপ প্রত্যয়পত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে প্রত্যয়পত্রের ব্যবহার, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে এটা নিশ্চিত। সাথে সাথে হয়তো নতুন নতুন প্রত্যয় পত্র প্রচলিত হবে।

(ii) ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র (Bank Draft) ঃ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনা নি□ত্তিতে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যে দলিলের মাধ্যমে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে স্বল্প খরচ ও সময়ে যে কোন পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করা যায় তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলা হয়। এজন্য নির্ধারিত একটি ফরম পূরণ করতে হয় এবং ব্যাংকে প্রেরণযোগ্য টাকার সাথে নির্ধারিত কমিশন জমা দিতে হয়। অতঃপর ব্যাংক এই দলিল তৈরি করে কোন শাখার প্রতি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে। দলিলটি গ্রাহককে হস্তান্তর করে এবং সে তা পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করে। পাওনাদার আর্দিষ্ট ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির নিকট ড্রাফট জমা দিয়ে নির্দিষ্ট টাকা সংগ্রহ করে।

১৮৮১ সালের বিনিময় বিল আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রকে চেক হিসেবে গণ্য করা যায় না, কারণ এটি কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে লিখা হয় না। এতে চাহিবামাত্র টাকা প্রদানের নির্দেশ থাকে বলে ইহাকে চাহিবামাত্র দেয় আজ্ঞাপত্রও বলা হয়।

অধ্যাপক এইচ.পি. শেলডন এর মতে, "ব্যাংকারের ড্রাফট হলো এমন ড্রাফট যা কোন ব্যাংক বা তার পক্ষ থেকে কেউ তৈরি করে। যার মাধ্যমে এর গ্রহীতার আদেশানুসারে চাহিবামাত্র ব্যাংকের প্রধান অফিসকে বা অন্য কোন শাখা অফিসকে অর্থ প্রদান করতে বলা হয়।"

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কোন ব্যাংক যখন তার অন্য কোন শাখা ব্যাংককে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তার আদেশ অনুযায়ী বা ধারককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র প্রদান করার জন্য যে নির্দেশ প্রদান করে- তখন তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলা হবে।

নিম্নে একটি আজ্ঞাপত্রের নমুনা দেয়া হলোঃ

	বিক্রমপুর ব্যাংক লিঃ গাজীপুর শাখা	নম্বর-ক/গ-৯৭৮৬৫৩
	টাকা ১,০০,০০০	১০ই নভেম্বর, ০৩
চাহিবামাত্র -- ড. আর্শেদ আলী মাতুব্বর কে অথবা তার আদেশ অনুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে মাত্র এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করুন।		
বরাবরঃ		
বিক্রমপুর ব্যাংক লিঃ মাদারীপুর শাখা	স্বাক্ষর হিসাবরক্ষক	বিক্রমপুর ব্যাংকের পক্ষে নাবিল আহমেদ

(iii)- পে-অর্ডার (Pay-order) ঃ একই নিকাশ ঘরভুক্ত এলাকায় নিরাপদে টাকা আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংক নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে যে ঋণের দলিল ইস্যু করে তাকে পে-অর্ডার বলা হয়। ব্যাংক আজ্ঞাপত্রের বদলে পে-অর্ডারও ইস্যু করতে পারে। আজ্ঞাপত্র এবং পে-অর্ডার উভয়ই পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(iv) ব্যাংক নিশ্চয়তা (Bank Guarantee) ঃ ব্যাংকের কোন গ্রাহক ৩য় পক্ষের কোন অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে নিজেই পরিশোধের নিশ্চয়তা যে দলিলের মাধ্যমে প্রদান করে, তাকে ব্যাংক নিশ্চয়তা বলে। বৈদেশিক বাণিজ্যে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। আমদানিকারক বিলের অর্থ পরিশোধ করলে ব্যাংকের কোন দায়িত্ব থাকে না। যদি সে বিল পরিশোধ না করে তবে ব্যাংক তা পরিশোধ করে দেয়।

২. অবাণিজ্যিক ঋণ (Non-Commercial Credit)

অ-বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যাংক যে সকল ঋণের দলিল ইস্যু করে তাকে অ-বাণিজ্যিক ঋণ দলিল বলা হয়। ব্যাংক সাধারণভাবে ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে এই ঋণ দলিল প্রদান করে থাকে। অ-বাণিজ্যিক ঋণ দলিলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) ভ্রমণকারীর চেক (Traveller's Cheque) ঃ দেশ-বিদেশে ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে ব্যাংক এ জাতীয় চেক ইস্যু করে থাকে। এই চেকের মাধ্যমে এমন এক প্রকার ঋণ দলিল যার মাধ্যমে ব্যাংক দলিলে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের ব্যাংকের অপর কোন শাখা বা প্রতিনিধিকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে।

দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সময় নগদ টাকা বহনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ভ্রমণকারীরা এই চেক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে। যখন অর্থের দরকার হয়, তখনই ভ্রমণকারী উক্ত ব্যাংকের নিকটস্থ শাখা বা প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হয়ে তা ভাংগিয়ে নিতে পারে। ভ্রমণকারীর চেকের একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

মাদারীপুর ব্যাংক লিঃ

গাজীপুর শাখা

টি.সি-১০২৩/৫ তারিখঃ ১২/১১/১০৩ইং

(ব্যাংকের সকল শাখা ও প্রতিনিধির নিকট প্রযোজ্য)

আদেষ্টার অনুমোদন -------

(পরিশোধকারী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।)

জনাব এ. এ. রহমান কে অথবা আদেশ অনুসারে চাহিবামাত্র দু হাজার ডলার বা তার সমপরিমাণ প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করুন।

প্রাপকের নমুনা স্বাক্ষর

এ.এ. রহমান

আদেষ্টা কর্তৃক সত্যায়িত

এম. হোসেন
ব্যবস্থাপক
মাদারীপুর ব্যাংক লিঃ এর পক্ষে

(ii) ভ্রাম্যমান নোট (Circular note) ঃ

ভ্রমণকারীদের প্রদত্ত যে ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংকের বিদেশের শাখা থেকে ভাংগানো যায়, তাকে ভ্রাম্যমান নোট বলা হয়। ভ্রমণকারীরা নিরাপদে এই নোট নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারে এবং যখন দরকার হয় তখনই ভাংগিয়ে নিতে পারে। ভ্রাম্যমান নোট এক সাথে অনেকগুলো থাকে। প্রতিটিতে টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ বিদেশের শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টাকা প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ থাকে। নোটের সাতে একটি প্রদর্শন পত্র থাকে। যাতে ক্রমিক নম্বরসহ নোটের সংখ্যা, প্রাপকের নাম, নমুনা স্বাক্ষর, টাকার পরিমাণ, ইস্যুকারী ব্যাংকের যে সকল শাখা বা প্রতিনিধি থেকে নোট ভাংগানো হবে তাদের তালিকা ও ঠিকানা থাকে।

নিম্নে একটি ভ্রাম্যমান নোটের নমুনা দেয়া হলো ঃ

জনতা ব্যাংক

বঙ্গবন্ধু সড়ক শাখা, ঢাকা

নম্বরঃ সি/এন-১০২/৫ তারিখঃ ১২/১২/১৯০৩ইং

(প্রদর্শন পত্রে উল্লিখিত শাখা ও প্রতিনিধির নিকট প্রযোজ্য)

টাকা, ১,০০,০০০ (মাত্র এক লক্ষ টাকার ভ্রাম্যমান নোট)।

সুধী,

জনাব কাশেম হুমায়ুন (সংযুক্ত প্রদর্শন পত্রে নমুনা স্বাক্ষরযুক্ত) প্রদর্শন পত্রসহ অত্র ভ্রাম্যমান নোট আপনাদের নিকট উপস্থাপন করবেন। জনাব কাশেম হুমায়ুন বা আদেশানুসারে উপযুক্ত অনুমোদনের বিপক্ষে প্রদর্শনসহ অত্র ভ্রাম্যমান নোট খানা উপস্থাপন করা মাত্র ১,০০,০০০ টাকা প্রদান করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
মোঃ মইনুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক-এর পক্ষে

বরাবর,
জনতা ব্যাংকের শাখা অথবা প্রনিতিধি
(প্রদর্শন পত্রের তালিকাভুক্ত)

প্রদর্শন বা নিদর্শন পত্র (Letter of indication) ঃ

ব্যাংক যখন কোন গ্রাহকের অনুকূলে / পক্ষে কোন ভ্রাম্যমান নোট, ভ্রাম্যমান ও প্রত্যয়-পত্র ইস্যু করে তখন তার সাথে সংযুক্ত যে পত্রে প্রাপকের নাম, ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, ঋণ দলিলসমূহের ইস্যুকৃত তারিখ, নোটের সংখ্যা, নোটের নম্বর, পরিশোধকারী ব্যাংকের শাখা বা প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা এবং অর্থ প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া হয় তাকে প্রদর্শন বা

নিদর্শন পত্র বলে। এটি প্রদর্শন করা না হলে টাকা প্রদান করা হয় না। অপর দিকে প্রদর্শন পত্রে সংযুক্ত স্বাক্ষরের ন্যায় স্বাক্ষর করে টাকা গ্রহণ করতে হয়। স্বাক্ষরে গরমিল হলে টাকা দেয়া হয় না।

নিম্নে প্রদর্শন বা নিদর্শন পত্রের নমুনা দেয়া হলো ঃ

জনতা ব্যাংক
বঙ্গবন্ধু সড়ক শাখা, ঢাকা-১০০০

তারিখঃ ১২/১১/২০০৩ইং

নম্বরঃ এল/সিঃ২০১/৯

সুধী,

আমাদের ইস্যুকৃত সি/এন-১০২/৫, তারিখঃ ১২/১১/২০০৩ ইং -এর ভ্রাম্যমাণ নোট খানা জনাব কাশেম হুমায়ুন আপনাদের নিকট উপস্থাপন করবেন। আপনাদের অবগতির জন্য আমাদের অনুমোদনকৃত তার নাম ও নমুনা স্বাক্ষর নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নামঃ জনাব কাশেম হুমায়ুন
নমুনা স্বাক্ষর ঃ

আপনাদের বিশ্বস্ত-
মোঃ মইনুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংকের পক্ষে-

বরাবরঃ
১. জনতা ব্যাংক : নিয়ন্ত্রন শাখা
২. জনতা ব্যাংক : নিউইয়র্ক শাখা
৩. জনতা ব্যাংক : কলিকাতা শাখা।

(iii) ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র (Traveller's Letter of Credit) ঃ

ভ্রমণকারী বা পর্যটকদের পক্ষে ব্যাংক এই প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে থাকে। যে প্রত্যয় পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিবামাত্র কোন ভ্রমণকারীকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেয়, তাকে ভ্রমণকারীর বা পর্যটকদের প্রত্যয় পত্র বলে। এই প্রত্যয় পত্র দুই প্রকার। যথা- ভ্রাম্যমান ও নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র।

ক) ভ্রাম্যমান বা প্রচারমূলক প্রত্যয়পত্র (Circular Letter of Credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্রের মধ্যে গ্রাহক কোন ব্যাংক কর্তৃক তার বিদেশস্থ একাধিক শাখা বা প্রতিনিধির নিকট হতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণের সুযোগ পায়, তাকে ভ্রাম্যমান বা ঘূর্ণায়মান বা প্রচারমূলক প্রত্যয়পত্র বলা হয়। এই প্রত্যয় পত্রের সাথে একটি প্রদর্শন পত্র থাকে। যাতে প্রাপকের নাম, নুমনা স্বাক্ষর ও পরিচিতি দেয়া থাকে। টাকা গ্রহণের সময় এটি প্রদর্শন করতে হয়। অপর দিকে ভ্রাম্যমান প্রত্যয় পত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় কতো তারিখে, কোথা থেকে, কতো টাকা, কোন শাখা থেকে দেয়া হলো, শাখা ব্যবস্থাপকসহ গ্রহীতার স্বাক্ষর সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হয়।

নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট টাকা প্রদান শেষ হলে এটি বাতিল হয়ে যায়। সর্বশেষ টাকা প্রদানকারী শাখা বা প্রতিনিধি তা বাতিল করে ইস্যুকারী ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করে। ঋণ হলে টাকা Recovery সম্পর্কে লিখতে হবে।

নিম্নে ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্র এবং এর বিপরীত পৃষ্ঠার নমুনা দেয়া হলো ঃ

ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্র

সোনালী ব্যাংক
বৈদেশিক বিনিময় শাখা
দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

নং সিএলসি/১০৭ তারিখঃ ১২/১১/২০০৩ইং

বরাবর
সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক শাখাসমূহ

(যাদের নাম সাথে প্রদর্শন পত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে)

সূধী,

এই পত্র বাহক মোঃ হারুন-উর-রশিদ কে (যার স্বাক্ষর সাথে সংযুক্ত প্রদর্শন পত্রে প্রদত্ত) অত্র ব্যাংকের উপর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার দর্শন আজ্ঞাপত্র তৈরি করার ক্ষমতা প্রদান করা হলো। আমরা তার উল্লিখিত মূল্যের পরিমাণ পর্যন্ত আজ্ঞাপত্রের মর্যাদা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম।

উল্লেখ্য যে, এই প্রত্যয়পত্রের আজ্ঞায় প্রস্তুতকৃত ও মর্যাদাকৃত আজ্ঞাপত্রসমূহের বিবরণ পরাপৃষ্ঠায় লিখতে হবে এবং সর্বশেষ মর্যাদাকৃত আজ্ঞাপত্রের সাথে পত্রটি ফেরৎ পাঠাতে হবে। অদ্য হতে ৬ মাস পর্যন্ত এই প্রত্যয়পত্র বৈধ থাকবে।

টাকা ঃ ১,০০,০০০
(মোট এক লক্ষ টাকা)

আপনার বিশ্বস্ত,
মোঃ আব্দুল গণি হাজারী
ম্যানেজার
সোনালী ব্যাংকের পক্ষে

ভ্রাম্যমান প্রত্যয়পত্রের বিপরীত পৃষ্ঠার নমুনা ঃ

পরিশোধের তারিখ	পরিশোধের স্থান	পরিশোধকারী শাখার নাম ও ঠিকানা	পরিশোধীত অর্থের পরিমাণ	পরিশোধকারী শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর	প্রাপকের স্বাক্ষর

খ) নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র (Fixed letter of credit) ঃ যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ইস্যুকারী ব্যাংক তার বিদেশস্থ কোন নির্দিষ্ট শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নির্দিষ্ট ভ্রমণকারীকে প্রদানে জন্য নির্দেশ প্রদান করে, তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র বলে। এটি শুধু একবারই ব্যবহার করা যায়।

iv) সার্কুলার চেক (Circular Cheque) ঃ বিদেশ ভ্রমণকারীদের জন্য এই চেক ইস্যু করা হয় এবং বিদেশে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশীয় টাকার বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করা যায়। যে চেকের মাধ্যমে ইস্যুকারী ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধি হতে কোন গ্রাহককে দেশীয় টাকার বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে তাকে সার্কুলার চেক বলা হয়। ইহা ইস্যুকারী ব্যাংক তার বিদেশস্থ প্রতিনিধিদের নিকট বাধাই করা চেক বহি সরবরাহ করে। ভ্রমণকারী যে দেশ ভ্রমণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে সেই ব্যাংকের চেক তাদের দেয়া ভ্রমণকারী উক্ত দেশ ভ্রমণকালে ইস্যুকারী ব্যাংক বা শাখা থেকে দেশীয় টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে। সার্কুলার চেকের সাথে কোনরূপ নির্দেশক পত্র সংযুক্ত করা হয় না। তবে বিক্রয়কারী বিক্রয় ও ক্রেতার নাম জানিয়ে প্রচারকারী ব্যাংকের নিকট এডভাইস প্রদান করে থাকে।

পাঠ-সংক্ষেপ

ব্যাংক যে সকল ঋণ প্রদান করে তাকে প্রধানত তহবিল থেকে ঋণ এবং দলিলী ঋণ এই দুই ভাগে প্রধানত ভাগ করা যায়। শেয়ার বিক্রি, রিজার্ভ সঞ্চয় এবং সংগৃহীত আমানত থেকে যে সকল ঋণ দেয়া হয়, তাকে তহবিল থেকে ঋণ বলা হয়।

তহবিল থেকে ঋণকে আবার ৬ ভাগে করা যায়। যথা- সাধারণ ঋণ, নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, চাহিবামাত্র পরিশোধ্য ঋণ, স্বল্প নোটিশে পরিশোধ্য ঋণ, বিল বাট্টাকরণ এবং শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয়।

অপর দিক ঋণ দলিল ও ঋণপত্রের মাধ্যমে ব্যাংক যে সকল ঋণ প্রদান করে, তা হলো দলিলী ঋণ। দলিলী ঋণ প্রধানতঃ দুই প্রকার যথাঃ বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য যে ঋণ দেয়া হয় তাকে বাণিজ্যিক ঋণ বলা হয়। বাণিজ্যিক ঋণকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়- প্রত্যয়পত্র (প্রত্যয়পত্রকে আবার ১২ প্রকার বিন্যস্ত করা যায়), ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, পে-অর্ডার, ব্যাংক নিশ্চয়তা।

অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এবং মূলত ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে যে সকল ঋণপত্র ইস্যু করে, তাকেই অবাণিজ্যিক ঋণপত্র বলা হয়। অবাণিজ্যিক ঋণপত্রকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। ভ্রমণকারীর চেক, ভ্রাম্যমাণ নোট, ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র এবং সার্কুলার চেক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. শেয়ার বিক্রি, সংগৃহীত রিজার্ভ ও গৃহীত আমানত থেকে যে ঋণ ব্যাংক প্রদান করে, তাকে বলা হয়-

ক. দলিলী ঋণ　　খ. তহবিল থেকে ঋণ

গ. নামমাত্র ঋণ　　ঘ. কু-ঋণ

২. দলিলী ঋণ কোন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে?

ক. বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক　　খ. দান কার্যে

গ. দলিল বন্ধকী কাজে　　ঘ. ঋণ পরিশোধ করে

৩. কোন শ্রেণীর ঋণ ব্যবসায়ীদের নিকট সবচেয়ে জনপ্রিয়?

ক. নগদ ও জমাতিরিক্ত　　খ. সাধারণ ঋণ

গ. বিল বাট্টাকরণ　　ঘ. চাহিবামাত্র পরিশোধ্য ঋণ

৪. আমদানিকারক মূল্য না দিলে ব্যাংকই রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধ করবে এরূপ প্রতিশ্রুতি কিসের মাধ্যমে দেয়া হয়?

ক. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র　　খ. পে-অর্ডার

গ. টি.টি　　ঘ. প্রত্যয় পত্র

৫. প্রত্যয় পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কয়টি?

ক. ৬টি　　খ. ৯টি

গ. ২টি　　ঘ. ৩টি

৬. বৈদেশিক বাণিজ্যিক উন্নয়ন কোন ঋণপত্রের মাধ্যমে হয়?

ক. প্রত্যয় পত্র　　খ. সার্কুলার পত্র

গ. সার্কুলার নোট　　ঘ. ব্যাংক নোট

৭. কোন প্রকার হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক অনেক সময় জামানত ছাড়াও ঋণ দেয়?

ক. স্থায়ী হিসাব　　খ. সঞ্চয়ী হিসাব

গ. চলতি হিসাব　　ঘ. সব কটি

৮. অ-বাণিজ্যিক ঋণ দলিল মূলত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?

ক. ভ্রমণ　　খ. নগদ ক্রয়

গ. নগদ দেনা পরিশোধ　　ঘ. সব কটি

জামানতি ঋণ (Secured Loan)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জামানতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- জামানতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জামানতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

জামানত ঃ আপনি জানেন যে ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, রিজার্ভ তহবিল ও সংগৃহীত আমানত থেকেই ঋণ দিয়ে থাকে। তাই ঋণ প্রদানের সময় এর ফেরৎ প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রথমেই নিশ্চিত হতে হয়। কেননা অনেক ঋণগ্রহীতাই গৃহীত ঋণ বা সুদ অথবা উভয়ই যথা সময়ে পরিশোধ করে না। একারণেই ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংককে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ বস্তুগত বা অবস্তুগত কিছু জমা রাখতে হয়। ঋণের বিপরীতে গৃহীত বস্তুগত বা অবস্তুগত নিরাপত্তাকেই ঋণের জামানত বলে।

Oxford Dictionary of Business- এর মতে, "জামানত হলো ঋণগ্রহীতা প্রদত্ত কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তিসমূহ যা বিক্রয় বা হস্তান্তর করে ঋণদাতা তার প্রদত্ত ঋণ আদায় করতে পারে। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণকৃত অর্থ ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হয়।"

যে-কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দানের সময় ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং কখনো ৩য় পক্ষের জামানত গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংককে স্বীয় স্বার্থেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যদি কখনো ঋণ গ্রহীতা গৃহীত ঋণ, তার সুদ বা দুটিই ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হয় তখন ব্যাংক তা বিক্রি করে প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় করে। কিন্তু গৃহীত ঋণের টাকা পরিশোধ করা হলে জামানত কোন কাজে আসে না। ফেরৎ দিতে হয়।

ব্যাংক ঋণের জামানতের প্রয়োজনীয়তা (Important of Security for Banker's Advances) ঃ

জামানত ব্যাংক ঋণের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। ঋণদান থেকে ঝামেলামুক্ত থাকার জন্যই ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে থাকে। জামানতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি-

১. ঝামেলামুক্ত ঋণদান ঃ জামানতের মাধ্যমে ঋণদান করা হয় বলে ঋণদান করেও ব্যাংক ঝামেলা ও চিন্তামুক্ত থাকতে পারে। ঋণ ফেরতের বিষয়ে তাকে ঝামেলায় পড়তে হয় না।

২. ঋণ ফেরতের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা ঃ প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে যে জামানত গ্রহণ করা হয় তা ঋণ ফেরতের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৩. ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি ঃ জামানতের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তাতে শর্তাদি সুস্পষ্ট থাকে। শর্তাদি লংঘিত হলে ব্যাংক জামানত বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে। তাই ঋণের শর্তাদি পালনে এবং সময় মতো সুদ বা ঋণ পরিশোধের বিষয়ে ঋণ গ্রহীতার মধ্যে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়। সে গড়ি মসি করে না।

৪. জামানত বিক্রির সুবিধা ঃ প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সহজেই তা বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করা যায়।

৫. তৃতীয় পক্ষের থেকে ঋণের টাকা আদায় ঃ ঋণ প্রদানের সময় ৩য় কোন পক্ষ জামানতের নিশ্চয়তা দিলে ব্যাংক প্রয়োজনে উক্ত পক্ষের থেকেও ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।

৬. কু-ঋণের প্রতিরক্ষা ঃ প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে যথোপযুক্ত জামানত গ্রহণ করে ব্যাংক কু-ঋণের হাত থেকে রেহাই পেয়ে থাকে। ফলে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

৭. আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি ঃ যথোপযুক্ত জামানত রক্ষায় ব্যাংকের ঋণ কখনো অনাদায়ী থাকে না। সুদ বা লাভ সহ ফিরে আসে। ফলে ব্যাংকের আর্থিক শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

৮. ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ ব্যাংকের আর্থিক শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধির ফলে এর ঋণদান ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যাংককে কখনো পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না।

উল্লিখিত কারণে ঋণের বিপরীতে ব্যাংক জামানতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সমাজে অনেক বেশি।

ঋণ জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়
(Considerations before taking securities for a advances)
বা উত্তম জামানতের বৈশিষ্ট্য (Features of Good Securities)

ঋণ জামানত গ্রহণের পূর্বে ব্যাংককে অবশ্যই কতিপয় বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। তবে জামানতের প্রকৃতি / শ্রেণীর উপর এর বিবেচ্য বিষয়গুলো নির্ভর করে। আমরা বিবেচ্য বিষয়গুলোকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবো- ক) অ-ব্যক্তিক ও খ) ব্যক্তিক জামানত। নিম্নে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

ক) **অ-ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে (In Case of Non-personal Security)** ঃ অব্যক্তিক জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

১. গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability) ঃ ব্যাংককে সর্বপ্রথমেই বিবেচনা করতে হয় ঋণ গ্রহীতা ঋণের বিপরীতে যে জামানত দিতে আগ্রহী তা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা। আইনগত ভাবে গ্রহণযোগ্য না হলে তা পরবর্তীতে বিক্রি করে ঋণ আদায় করা যায় না।

২. বিক্রয় যোগ্যতা (Merketability) ঃ ব্যাংক ঋণের জামানত এমন হতে হবে যাতে করে সহজেই তা বিক্রয় করা যায়। সহজে ও দ্রুততার সাথে বিক্রয় করা যাবেনা- এরূপ জামানত কখনো আদর্শ ও উত্তম গুণ সম্পন্ন হবে না।

৩. সম্পদের তারল্য (Liquidity of Wealth) ঃ জামানত হিসেবে যা গ্রহণ করা হবে তার দ্রুত তারল্যযোগ্যতা বিবেচনা করতে হবে। তারল্য যোগ্যতা বলতে জামানত দ্রুততার সাথে বিক্রয় করে নগদ অর্থ প্রাপ্তিকে বুঝায়। তাই যে জামানত যতো দ্রুত বিক্রয় করে নগদ টাকায় রূপান্তর করা যাবে, তার তারল্য যোগ্যতা ততো বেশি।

৪. মালিকানা (Ownership) ঃ ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে গ্রহীতা যে জামানত দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তার মালিকানা প্রকৃত পক্ষেই ঋণগ্রহীতার রয়েছে কিনা- তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে যে ঋণগ্রহীতাই জামানতের প্রকৃত মালিক। অন্যথায় তা গৃহীত হবে না।

৫. দায়মুক্ততা (Free-from Liablility) ঃ জামানতের উপর ঋণ গ্রহীতার মালিকানা নিশ্চিতের সাথে সাথে ইহা সকল প্রকার ঋণ ও দায় থেকে মুক্ত কিনা তাও ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে।

৬. সম্পদের মূল্য (Price or Value of Articles) ঃ জামানত যেটা ঋণের বিপরীতে গৃহীত হবে তার মূল্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। স্বাভাবিকভাবে গৃহীত জামানতের মূল্য প্রদত্ত ঋণের চেয়ে বেশি হতে হবে। তবেই তা উত্তম জামানত বলে গণ্য হবে।

৭. হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability) ঃ জামানত অবশ্যই সহজে হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। হস্তান্তরযোগ্য জামানত স্বল্প ব্যয়েও সহজেই অন্যত্র হস্তান্তর করা যায়।

৮. জামানত দখল (Possession of security) ঃ এমন পণ্য বা বিষয়কে জামানত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যার দখল খুব সহজেই নেয়া যায়। ঋণমঞ্জুরের সাথে সাথে জামানতের দখল নিতে হবে।

৯. মূল্য স্থিতিশীলতা (Stability) ঃ যে জামানতের জন্য উঠা-নামা করে না, বরং স্থিতিশীল সেরূপ জামানতই ঋণের বিপরীতে উত্তম বলে বিবেচিত।

১০. গুণাগুণ (Quality) ঃ জামানত হিসেবে যে পণ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা হবে তা উন্নত গুণ ও মানের হতে হবে। পচনশীল প্রকৃতির কোন পণ্য-দ্রব্যকে জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

খ) ব্যক্তিক জামানতের (In Case of Personal Security) ঃ ব্যক্তিক জামানত দেয়ার ক্ষেত্রেও কতিপয় বিষয় বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. আর্থিক সামর্থ্য (Financial Ability) ঃ স্থাবরও অস্থায়ী সম্পত্তির জামানত না নিয়ে ব্যক্তিক জামানতের মাধ্যমে ঋণদানের ক্ষেত্রে প্রথমে বিবেচনা করতে হবে জামানতকারীর আর্থিক শক্তি ও সামর্থ্যকে। আর্থিক দিক দিয়ে শক্ত ও সামর্থ্য ছাড়া আমানতদাতার কোন মূল্য নেই।

২. সততা ও ন্যায়পরায়ণত (Honesty & Integrity) ঃ তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিক জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে জামানতকারীর সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। অসৎ ও নীতি বিরোধী কোন ব্যক্তিকে কখনোই জামানতকারী হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

৩. সুনাম ও সামাজিক মর্যাদা (Goodwill and Social Status) ঃ ব্যক্তিক জামানতের মাধ্যমে ঋণদানের ক্ষেত্রে জামানতকারীর সুনাম ও সামাজিক মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজে জামানতকারীর সুনাম ও সামাজিক মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্যই সে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে তৎপর ও আন্তরিক হবে।

উপরোক্ত ব্যক্তিক এবং অ-ব্যক্তিক উপাদানগুলো সঠিকরূপে বিচার-বিবেচনা করে যদি জামানত গ্রহণ করে ঋণ দান করা হয়, তবে তা অবশ্যই সফল ও সার্থক হবে। ফলস্বরূপ ব্যাংক ঋণ অনাদায়ী থাকবে না এবং তার আর্থিক অবস্থাও উত্তরোত্তর উন্নত হবে।

জামানতের প্রকারভেদ (Types of Security) ঃ ব্যাংক মূলত সকল সময়ই জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের বিপরীতে গৃহীত ব্যাংকের সকল জামানতকে আমরা নিম্নরূপে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি, যথাঃ-

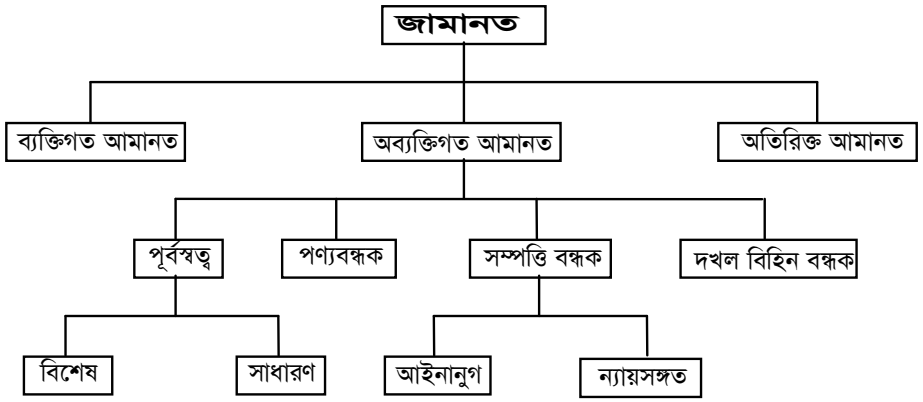

নিম্নে এই শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

১. ব্যক্তিগত জামানত (Personal security) ঃ প্রয়োজন ও পরিস্থিতির আলোকে ব্যাংক অনেক সময় ঋণগ্রহীতার বা তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত জামানতের আলোকে ঋণদান করে থাকে। এই রূপ জামানতের মাধ্যমে ঋণদান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ব্যাংককে এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক হতে হয়। জামানত দাতার আর্থিক শক্তি ও সামর্থ্য, সামাজিক মান-মর্যাদা, সুনাম এবং ব্যক্তিগত চরিত্র ও সততা গভীরভাবে যাচাই করা হয়। এরূপ ঋণদানের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণদানে বা সুদ প্রদানে ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানতদাতার নিকট থেকে সুদসহ সমুদয় অর্থ আদায় করতে পারে।

২. অ-ব্যক্তিক জামানত (Non-Personal Security) ঃ যখন ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যেমন ঃ জমি, দালান, পণ্য দ্রব্য, শেয়ার, বীমাপলিসি, গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ইত্যাদির বিপরীতে ঋণ দান করে তাকে অ-ব্যক্তিক জামানত বলা হয়। ব্যক্তিক জামানতের চেয়ে অ-ব্যক্তিক জামানত অধিক নিরাপদ এবং সহজেই আদায় যোগ্য। এরূপ জামানতের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পত্তি বিক্রি করে সুদসহ যাবতীয় ঋণ আদায় করতে পারে। অব্যক্তিক জামানতকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) পূর্বস্বত্ব (Lien) ঃ ঋণ গ্রহণ কালে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকে যে সম্পত্তি জামানত হিসাবে রাখে এবং সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট এর অবস্থান থাকে। এভাবে সম্পত্তি আটক রাখার অধিকারকে পূর্বস্বত্ব বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট পণ্য আটক থাকলেও মালিকানা ঋণগ্রহীতারই থাকে। তাই ব্যাংক এই সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে। পূর্বস্বত্বকে আবার দুই ভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

i) বিশেষ পূর্বস্বত্ব (Particular Lien) ঃ কোন বিশেষ শ্রেণীর ঋণের জন্য যখন ঋণদাতা বা ব্যাংক ঋণগ্রহীতার কোন বিশেষ সম্পদের উপর লিয়েন বা আটক রাখার অধিকার পেয়ে থাকে, তাকে বিশেষ পূর্বস্বত্ব বলা হয়।

ii) সাধারণ পূর্বস্বত্ব (General lien) ঃ কতিপয় বা একাধিক ঋণের জন্য ব্যাংক যখন ঋণগ্রহীতার একাধিক বা কতিপয় সম্পত্তির উপর লিয়েন প্রাপ্ত হয়, তাকে সাধারণ পূর্বস্বত্ব বলা হয়। বিশেষ এবং সাধারণ উভয় প্রকার পূর্বস্বত্বই লিখিত চুক্তিবদ্ধ ভাবে হয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই ঋণের সমুদয় অর্থ পাবারপূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের পূর্বস্বত্ব বহাল থাকে। তবে হস্তান্তরযোগ্য পূর্বস্বত্ব হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি ঋণগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান করে তা বিক্রির মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের টাকা আদায় করতে পারে। অপর দিকে লিয়েনে প্রাপ্ত বস্তুটি হস্তান্তরযোগ্য না হলে আদালতের অনুমতিক্রমে তা বিক্রি করে ব্যাংক টাকা আদায় করতে পারে।

খ) পণ্য বন্ধক (Pledge) ঃ যখন ঋণ গ্রহণের শর্তের আলোকে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের নিকট ঋণ পরিশোধের নিরাপত্তা হিসেবে পণ্যদ্রব্য বন্ধক রাখে, তাকে পণ্য বন্ধক বলা হয়। এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট পণ্যের দখল ছেড়ে দেয়া হয় এবং তা ব্যাংকের আয়তাধীনে থাকে। তবে আমদানি-রপ্তানি দলিল বা গুদামের চাবি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করেও পণ্য বন্ধক চুক্তি সম্পাদন করা যায়। এই চুক্তি অনুযায়ী দখল ব্যাংক লাভ করলেও মালিকানা ঋণ গ্রহীতারই থাকে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ্যে ব্যর্থ হলে ব্যাংক যথাযথভাবে নোটিশ প্রদান করে পণ্য বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।

গ) সম্পত্তি বন্ধক (Mortgage) ঃ ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে ঋণগ্রহীতা তার স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকে জমা রাখতে পারে। ব্যাংক যখন ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানা বা অধিকার ব্যাংকের নিকট অর্পণ করে, তখন তাকে সম্পত্তি বন্ধক বলা হয়। ঋণগ্রহীতা ঋণ ও সুদ প্রদানে ব্যর্থ হলে জামানতের মালিকানা ব্যাংক লাভ করে। অপর দিকে ঋণ ও সুদ সময় মতো পরিশোধ করলে এর মালিকানা ঋণ গ্রহীতারই থাকে। সম্পত্তির বন্ধক দুই প্রকার। যথা- আইনানুগ এবং ন্যায়সংগত। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোনা করা হলো ঃ

i) আইনানুগ বন্ধক (Legal Mortgage) ঃ এই ক্ষেত্রে শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহীতা ঋণ ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানতের মালিকানা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের নিকট চলে আসে। ফলে ব্যাংক জামানতি সম্পত্তি বিক্রয় করে সুদসহ ঋণের টাকা আদায় করতে পারে। যেহেতু আইনানুগ বন্ধক অনুযায়ী ব্যাংক স্থায়ীভাবে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে থাকে, সে কারণে ইহা স্থায়ী বন্ধক নামেও পরিচিত।

ii) ন্যায়সংগত বন্ধক (Equitable Mortgage) ঃ যে বন্ধক চুক্তি অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রহীতা ব্যর্থ হলে বন্দকী জামানতের মালিকানা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের নিকট চলে আসে না, তাকে ন্যায় সংগত বন্ধক বলা হয়। এই ক্ষেত্রে বন্ধকী জামানতের মালিকানার অধিকার এবং তা বিক্রি করে সুদসহ ঋণের টাকা আদায়ের অধিকার পেতে হলে তাকে আদালতের অনুমতি পেতে হয়। আদালত ন্যায় সংগত মনে করলেই বন্ধকী জামানত বিক্রি করার জন্য ব্যাংককে অনুমতি দিয়ে থাকে।

ঘ) দখলবিহীন বন্ধক (Hypothecation) ঃ যখন ঋণ গ্রহণ কালে ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, বন্ধকী সম্পত্তি ঋণগ্রহীতার দখলেই থাকবে তবে এ সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র ব্যাংকের নিকট থাকবে এরূপ অবস্থাকে বলা হয় দখল বিহীন বন্ধক। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই এরূপ বন্ধক হতে পারে। এইরূপ বন্ধকী চুক্তিতে উল্লেখ থাকে ঋণগ্রহীতা চুক্তিমোতাবেক সুদসহ ঋণের অর্থ পরিশোধ না করলে ব্যাংকের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে দখলহীন বন্ধকী চুক্তির জামানত বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য আদালতের অনুমতি দরকার হবে।

৩. অতিরিক্ত জামানত (Collateral Security) ঃ প্রদত্ত ঋণের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্থাবর বা অস্থাবর জামানত ছাড়া যদি অতিরিক্ত কোন জামানত গ্রহণ করা হয়, তাকে অতিরিক্ত জামানত বলা হয়। অতিরিক্ত জামানত ব্যক্তিগত এবং অব্যক্তিগত হতে পারে। এরূপ জামানত গ্রহণের ফলে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা এবং তা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রধান বা মূল জামানত থেকে সুদসহ ঋণের টাকা পাওয়া না গেলেই অতিরিক্ত জামানত থেকে তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণতঃ ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত জামানতগুলোই ব্যবহৃত হয়। এ সকল জামানতের বিপরীতে ঋণ দেয়া হলে ঋণের নিরাপত্তা এবং ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

ব্যাংক তার সঞ্চিত তহবিল ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা পায়। এজন্য অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি বা তার দলিলপত্রাদি যা কিছু জমা রাখে তাকে বলা হয় জামানত।

যথোপযুক্ত জামানতের মাধ্যমে ঋণ দেয়া হলে অনেক উপকার বা সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন- ঋণদান ঝামেলাযুক্ত, ঋণ ফেরতের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা, ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ববোধ, জামানত বিক্রির সুবিধা, ৩য় পক্ষের থেকে ঋণের টাকা আদায়, কু-ঋণের প্রতিরক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ঋণের জামানত গ্রহণের পূর্বে ব্যাংককে অবশ্যই কতিপয় বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যথা- অ-ব্যক্তিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা, বিক্রয় যোগ্যতা, দখল, গুণাগুণ ইত্যাদি। অপর দিকে ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয়ঃ আর্থিক সামর্থ্য, সততা ও ন্যায় পরায়ণতা এবং সুনাম ও সামাজিক মর্যাদা।

জামানতকে প্রধানত ব্যক্তিগত, অব্যক্তিগত এবং অতিরিক্ত এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ব্যক্তি জামানতে যে ঋণ দেয়া হয় তাকে ব্যক্তিক জামানত, অস্থাবর-স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে যে ঋণ দেয়া হয় তাকে অ-ব্যক্তিক জামানত এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অতিরিক্ত যা বন্ধক রাখা হয় তাকে অতিরিক্ত জামানত বলে। অ-ব্যক্তিক জামানত আবার চার প্রকার। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত যে জামানত ব্যাংকের মালিকানায় থাকে এবং তা আটক রাখার অধিকার থাকে, তাই হলো পূর্বস্বত্ব। পণ্য ব্যাংকের হেফাজতে রেখে ঋণ গ্রহণ করাই হলো পণ্য বন্ধক। স্থাবর সম্পদ বন্ধক রেখে যে ঋণ নেয়া হয়, তাকেই বলা হয় সম্পত্তি বন্ধক। অপর দিকে যে বন্ধকী সম্পদ ঋণগ্রহীতার দখলেই থাকে, শুধু দলিলপত্র থাকে ব্যাংকের নিকট, তাকে বলা হয় দখলবিহীন বন্ধক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. ব্যাংক তার সঞ্চিত তহবিল ঋণ প্রদানের সময় কি আশা করে?
   ক. নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা খ. নিরাপত্তা ও ঝুঁকি
   গ. নিরাপত্তা ও উত্তম ব্যবহার ঘ. নিরাপত্তা ও লভ্যাংশ

২. প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে ব্যাংক কি জামানত রাখে?
   ক. স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খ. ঋণগ্রহীতার জীবন-বৃত্তান্ত
   গ. স্থাবর ও স্থায়ি সম্পত্তি ঘ. প্রজেক্ট প্রোফাইল

৩. যথোপযুক্ত জামানত রাখা হলে ঋণ গ্রহীতার কি বৃদ্ধি পায়?
   ক. আয়-ব্যয় খ. ব্যয়
   গ. দায়িত্ববোধ ঘ. মর্যাদাবোধ

৪. অ-ব্যক্তিক জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে কি বিবেচনা করতে হয়?
   ক. অর্থনৈতিক অবস্থা খ. গ্রহণযোগ্যতা ও বিক্রয়যোগ্যতা
   গ. ঋণদান ক্ষমতা ঘ. ঋণ গ্রহীতার আয়-ব্যয়

৫. ঋণগ্রহীতার সামর্থ্য, সততা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সুনাম ও সামাজিক মর্যাদা কখন বিবেচনা করা হয়?
   ক. অ-ব্যক্তিক জামানতে খ. ব্যক্তিক জামানতে
   গ. দেশীয় জামানতে ঘ. বিদেশী জামানতে

৬. ব্যক্তির জামানতে যখন ঋণদান করা হয়, তখন তাকে কি বলা হয়?
   ক. ব্যক্তিক জামানত খ. ব্যক্তিক ঋণ
   গ. ব্যক্তিক সামর্থ্য ঘ. ব্যক্তিক গ্রহণযোগ্যতা

৭. যখন বন্ধকী সম্পদ ঋণগ্রহীতার দখলেই থাকে, শুধু দলিলপত্র থাকে ব্যাংকের নিকট, তখন তাকে কি বলা হয়?
   ক. বন্ধক বিহীন জামানত খ. দখলবিহীন বন্ধক
   গ. দখলযুক্ত জামানত ঘ. সম্পদবিহীন বন্ধক।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১

১.ঘ ২.খ ৩.ক ৪.খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.২

১.খ ২.ঘ ৩.ক ৪.খ ৫.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৩

১.খ ২.ক ৩.ক ৪.ঘ ৫.ঘ ৬.ক ৭.গ ৮.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৪

১.খ ২.ক ৩.গ ৪.খ ৫.খ ৬.ক ৭.খ

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যাংক তহবিলের সংজ্ঞা দিন।

২. ব্যাংক তহবিলের উৎসগুলো বর্ণনা করুন।

৩. ব্যাংক ঋণের গুরুত্ব কি?

৪. ঋণ মঞ্জুরের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।

৫. বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক ঋণের সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন।

৬. জামানত কি? জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।